প্যারালাইসিস রোগীর দ্রুত নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি

ডা. কুনাল ভট্টাচার্য্য

প্রতিষ্ঠাতা - নিদান ফাউন্ডেশন ফর ক্ল্যাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি
প্রাক্তন (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ - নেপাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ,
স্বাস্থ্য আধিকারিক (আয়ুষ) - বন্দীপুর হাসপাতাল
ফোন : ৯০৩৮৯৮১৯৪০, ৯৮৩১৪২১৬৯৬

শরীরের কোন একটি বিশেষ অংশের মাংসপেশী অবস হয়ে গেলে সেই অংশটি নাড়াচাড়া না করতে পারলে তাকে বলে প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত। প্যারালাইসিসের সঠিক চিকিৎসা না হলে পঙ্গুত্ব ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আর এই প্যারালাইসিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও বিশ্বে খুব কম নেই। সম্প্রতি আমেরিকার প্যারালাইসিস রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে প্রায় পঁচিশ পক্ষ জনগোষ্ঠির উপর প্যারালাইসিস নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে প্রতি ৫০ লোকের মধ্যে একজন কোন না কোন কারণে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। মারাত্মক এই রোগটি সারাজীবন বয়ে বেড়ানো জীবনে একটি বড়সড় অভিশাপ। আর এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে হোমিওপ্যাথির একটি বড় ভূমিকা আছে।

প্যারেসিস - মাংশপেশীর দুর্বলতা, তবে প্যারালাইসিসের

Scanned by CamScanner

তুলনায় কম মাত্রায়।

হেমি - শরীরের একদিক।

প্লেজিয়া - অত্যধিক মাত্রায় প্যারালাইসিস বা পেশীর দুর্বলতা।

প্যারা - দুটি পা।

কোয়াড্রি - এক সঙ্গে দুটি হাত ও দুটি পা।

প্যালসি - প্যারালাইসিসের সঙ্গে পেশীর কম্পন।

সুতরাং হেমি প্যারেসিস মানে শরীরের একদিকের মাংসপেশীর অল্পমাত্রায় দুর্বলতা, কোয়াড্রিপ্লেজিয়া মানে দুটি হাত ও পায়ের প্যারালাইসিস ইত্যাদি।

কেন প্যারালাইসিস হয়?

প্যারালাইসিস মূলতঃ নিউরো মাসকুলার অর্থাৎ নার্ভ ও পেশীর সঙ্গে সম্পর্কিত। নার্ভ আমাদের শরীরের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নার্ভের কোন রোগ হলে বা নার্ভে আঘাত লাগিলে সেই নার্ভের অধীনস্থ পেশীগুলোর নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে যায়। একেই প্যারালাইসিস বলে।

ব্রেনস্ট্রোক এবং মস্তিষ্ক বা মেরুদন্ডে আঘাত লেগে প্যারালাইসি হয় সবথেকে বেশী (যথাক্রমে ৩৪ এবং ২৭ শতাংশ)। এছাড়া প্যারালাইসিসের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল---সেরিব্রাল প্যালসি, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, মাল্টিপল সক্লেরোসিস, পারকিনসনস ডিসিজ, গিরিয়ান বেরি সিনড্রোম, বটিউলিজম, অ্যামাইলোট্রফিক ল্যাটারাল সক্লেরোসিস ইত্যাদি।

সদ্যজাত বাচ্চার প্যারালাইসিসের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল স্পাইনা বাইফিডা। এক্ষেত্রে জন্মগত ভাবে বাচ্চার মেরুদন্ডের হাড়গুলি (ভার্টিব্রা) ঠিকমতো তৈরি না হওয়ার জন্য বাচ্চার নীচের অংশ প্যারালাইসিস হয়ে যায়। জন্মের ৭২ ঘন্টার মধ্যে অপারেশন করা হলে বেশীর ভাগ স্পাইনা বাইফিডাই ঠিক হয়ে যায়।

এই যে বিভিন্ন কারণের জন্য প্যারালাইসিস, এগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

যেমন—(১) স্থান অনুযায়ী—লোকাল বা স্থানীয় এবং জেনারেলাইজড বা ব্যাপক প্যারালাইসিস।

লোকালাইজড (শরীরে একটি নির্দিষ্ট পেশী বা অংশের প্যারালাইসিস)-এর একটি উদাহরণ হল বেলস প্যালসি বা মুখের পেশীর প্যারালাইসিস।

জেনারেলাইড বা ব্যাপক (শরীরের অনেকটা স্থান জুড়ে বা কোন অঙ্গের প্যারালাইসিস) এর একটি উদাহরণ হল স্ট্রোকের পর হাত বা পায়ের প্যারালাইসিস।

(২) স্থায়িত্ব অনুযায়ী—পিরিয়ডিক বা ক্ষনস্থায়ী এবং কনস্ট্যান্ট বা স্থায়ী।

পিরিওডিক প্যারালাইসিস কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়। পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। যেমন—ঘুমের সময় প্যারালাইসিস (স্লিপ প্যারালাইসিস), হিস্ট্রিরিয়াজনিত প্যারালাইসিস।

কনস্ট্যান্ট প্যারালাইসিস---যেমন স্ট্রোকের পর বা মেরুদন্ডের আঘাতের কারনে প্যারালাইসিস।

(৩) প্রকৃতি অনুযায়ী—উর্দ্ধগামী (অ্যাসেন্ডিং) ও নিম্নগামী (ডিসেন্ডিং) প্যারালাইসিস।

অ্যাসেন্ডিং প্যারালাইসিস—প্যারালাইসিস পা থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। যেমন—গিলিয়ান বেরি সিনড্রোম ও টিকস প্যারালাইসিস।

ডিসেন্ডিং প্যারালাইসিস—এই ধরণের প্যারালাইসিস উর্দ্ধ থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের দিকে বিস্তার লাভ করে। যেমন— বটিউলিজমের ফলে প্যারালাইসিস।

চিকিৎসা---প্যারালাইসিসের চিকিৎসার ওষুধ এবং ফিজিওথেরাপী দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিওথেরাপীর ক্ষেত্রে রোগীকে নিয়মিত ব্যায়াম ও ম্যাসাজের মাধ্যমে সচল রাখতে হবে। নতুবা বেডসোর, প্যারালাইজড অংশের মাংশপেশী শুকিয়ে যাওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁকে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা আসতে পারে। এ ছাড়াও ওয়াক্স বাথ, হাইড্রোথেরাপী, এ্যারোথেরাপী, আলট্রাসাউন্ড থেরাপী ইত্যাদি পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়।

হোমিওপ্যাথিতে প্যারালাইসিসের ভালো ওষুদ আছে। কোন অঙ্গে প্যারালাইসিস হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, রোগীর মানসিক অবস্থা এই সবই প্যারালাইসিসে মহামূল্যবান। যেমন ঠাণ্ডা লাগার পর প্যারালাইসিসে একোনাইট, একটি নির্দিষ্ট পেশীর প্যারালাইসিসে বা ডান দিক আক্রান্ত হলে কস্টিকাম, শুধুমাত্র তলদেশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে ব্যসিলিনাম টেস্টিকাম, বামদিকে পক্ষাঘাতে জ্যানথোজাইলাম, পক্ষাঘাতের সঙ্গে কনস্টিপেশন থাকলে প্লাম্বাম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে সর্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাবেন।

Scanned by CamScanner